গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
হাসপাতাল-২ শাখা।

নং-৪৫.১৫৫.১১৪.০০.০০.০০৮.২০১১-৭৮৫ তারিখঃ ০৮-১২-২০১৪ খ্রিঃ

বিষয়ঃ ''মানব দেহে অঙ্গ প্রত্যাঙ্গ সংযোজন (সংশোধীত) আইন, ২০১৪'' এর খসড়ার উপর মতামত প্রদান।

উপর্যুক্ত বিষয়ে ''মানব দেহে অঙ্গ প্রত্যাঙ্গ সংযোজন (সংশোধীত) আইন, ২০১৪'' এর খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে। খসড়া আইনটি এ সাথে প্রেরণ করা হলো। আইনটি Website-এ প্রকাশ করে আগামী ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণীর Stakeholder-দের মতামত গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো। একই সাথে প্রাপ্ত মতামত এ শাখায় প্রেরণের জন্যও অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তঃ বর্ণনা মোতাবেক।

৮/১২/১৪
(আল মামুন মুর্শেদ)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোনঃ ৯৫৫৬৯৮৯

সিস্টেম এনালিষ্ট
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

অনুলিপিঃ

০১। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০২। যুগ্ম সচিব (হাসপাতাল ও নার্সিং) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

মানবদেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সংযোজন (সংশোধিত) আইন-২০১৪

যেহেতু মানবদেহে সংযোজনের নিমিত্তে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও উহার আইনানুগ ব্যবহার নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে মানবদেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সংযোজন আইন-১৯৯৯ সংশোধন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইলঃ

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রয়োগ ও প্রবর্তন।**

(১) এই আইন মানবদেহে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সংযোজন (সংশোধিত) আইন, ২০১৪ নামে অভিহিত হইবে।

(২) এই আইন অভিলম্বে কার্যকর হইবে।

(৩) ইহা সমগ্র বাংলাদেশে প্রযোজ্য হইবে।

২। **সংজ্ঞাঃ**

বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে-

(ক) "অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ" অর্থ মানবদেহের কিডনী, হৃৎপিন্ড, যকৃত, অগ্নাশয়, অস্থি, অস্থিমজ্জা, চক্ষু, চর্ম ও টিস্যুসহ মানবদেহে সংযোজনযোগ্য যে কোন অঙ্গ বা প্রত্যঙ্গ;

(খ) "আইনানুগ উত্তরাধিকারী" অর্থ স্বামী, স্ত্রী, প্রাপ্ত বয়স্ক পুত্র ও কন্যা, পিতা, মাতা, প্রাপ্ত বয়স্ক ভাই ও বোন এবং রক্ত সম্পর্কের অন্যান্য প্রাপ্ত বয়স্ক আত্মীয়, তবে এই আইনের অধীন আইনানুগ উত্তরাধিকারীর ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে, প্রথমোল্লিখিত ব্যক্তিগণ ক্রমানুসারে তৎপরবর্তীতে উল্লিখিত ব্যক্তিগণের তুলনায় অগ্রাধিকার লাভ করিবেন;

(গ) "নিকট আত্মীয়" অর্থ পুত্র, কন্যা, পিতা, মাতা, ভাই, বোন ও রক্ত সম্পর্কিত আপন চাচা, ফুফু, মামা, খালা ও স্বামী-স্ত্রী;

(ঘ) "ব্রেইন ডেথ" অর্থ ধারা ৯ এর অধীন ঘোষিত ব্রেইন ডেথ;

(ঙ) "মেডিকেল বোর্ড" অর্থ ধারা ১২(১) এর অধীন গঠিত মেডিকেল বোর্ড;

Authentification বোর্ড ১২(২) এর অধীন গঠিত বোর্ড;

(চ) "সমন্বয়কারী" বলিতে আইনের ধারা ১২ এর উপ-ধারা (২) এর অধীন নিয়োগ প্রাপ্ত কোন চিকিৎসককে বুঝাইবে;

(ছ) "বেসরকারি হাসপাতাল" বলিতে The Medical Practice and Private Clinics and Laboratories (Regulation) Ordinance, 1982 এর অধীনে নিবন্ধিত ও পরিচালিত কোন স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানকে বুঝাইবে;

(জ) "সংশ্লিষ্ট বিষয়" বলিতে বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ভেদে যেমন- কিডনী ট্রান্সপ্লান্টেশনের ক্ষেত্রে নেফ্রোলজি, ইউরোলজি, ট্রান্সপ্লান্ট সার্জারী; লিভার, অগ্নাশয়ের ক্ষেত্রে হেপাটোলজি, হেপাটোবিলিয়ারি সার্জারী, ট্রান্সপ্লান্ট সার্জারী; কার্ডিয়াক ট্রান্সপ্লান্টের ক্ষেত্রে কার্ডিওলজি, কার্ডিয়াক সার্জারী, ট্রান্সপ্লান্ট সার্জারী; অস্থি ও অস্থিমজ্জার ক্ষেত্রে অর্থপেডিক্স, হেমাটোলজি, ট্রান্সপ্লান্ট সার্জারী; কর্ণিয়ার ক্ষেত্রে অপথালমোলজি; ফুসফুসের ক্ষেত্রে পালমোনোলজিস্ট, থোরাসিক সার্জারী, ট্রান্সপ্লান্ট সার্জারী ইত্যাদি বুঝাইবে।

৩। **জীবিত ব্যক্তির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দানঃ**

সুস্থ ও সাধারণ জ্ঞানসম্পন্ন যেকোন ব্যক্তি তাহার দেহের এমন কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যাহা বিযুক্তির কারণে তাহার স্বাভাবিক জীবন-যাপনে ব্যাঘাত সৃষ্টির আশংকা নাই তাহা তাহার কোন নিকট আত্মীয়ের দেহে সংযোজনের জন্য দান করিতে পারিবেন;

তবে শর্ত থাকে যে, নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিগণ তাহাদের দেহের কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দান করিতে পারিবেন না, যথাঃ

(ক) আঠার বৎসরের কম বয়সের ব্যক্তি, তবে রিজেনারেটিভ টিস্যুর ক্ষেত্রে যদি দাতা ও গ্রহীতা ভাই বোন সম্পর্কের হন তাহা হইলে এই শর্ত কার্যকর হইবে না;

(খ) এইরূপ ব্যক্তি যাহার টিস্যু এইচ,বি,এস,এজি, এন্টি এইচ, সি,ভি অথবা এইচ আই,ভি পজেটিভ; এবং

(গ) মেডিকেল বোর্ড কর্তৃক এই ধারার অধীনে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দান করার অযোগ্য বলিয়া ঘোষিত অন্য যেকোন ব্যক্তি।

৪। **অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সংযোজনের জন্য সরকারের নিকট হইতে অনুমতি গ্রহণঃ**

(১) কোন সরকারী-বেসরকারী হাসপাতাল বা ইনষ্টিটিউট বা ক্লিনিকে মানবদেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সংযোজনের জন্য উক্ত হাসপাতাল/ইনষ্টিটিউট বা ক্লিনিকের মালিক বা আইনানুগ কর্তৃপক্ষকে সরকারের নিকট এই আইন সংশোধনের সাথে সাথে ফরম-১ অনুযায়ী আবেদন করিয়া অনুমতি গ্রহণ করিতে হইবে।

তবে শর্ত থাকে যে সকল হাসপাতাল/ইনষ্টিটিউট বা ক্লিনিক পূর্ব হইতেই অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সংযোজন করিয়া আসিতেছে তাহাদেরকে বিধিমালা জারীর ৬০ দিনের মধ্যে ফরম-১ আনুযায়ী অনুমতির জন্য আবেদন করিতে হইবে।

(২) উপ-বিধি-১ এর অধীনে সরকারী-বেসরকারী হাসপাতাল/ ইনষ্টিটিউট বা ক্লিনিককে লাইসেন্স প্রদান করা হইবে না, যদি সরকারী-বেসরকারী হাসপাতাল/ইনষ্টিটিউট বা ক্লিনিকে (ক) সংশ্লিষ্ট ন্যূনতম ২০ শয্যা বিশিষ্ট ২ টি ইউনিট না থাকে;

(৪) দুই বৎসর হইতে তের বৎসর বয়স্ক কোন শিশুর ব্রেইন ডেথ ঘোষণা করিতে হইলে সংশ্লিষ্ট শিশুটিকে ইইজি পরীক্ষা দ্বারা অন্যূন বার ঘন্টা পর্যবেক্ষণ করিতে হইবে।

১০। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দাতা ও গ্রহীতার যোগ্যতাঃ

(১) কোন ব্যক্তির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অন্য কোন ব্যক্তির দেহে সংযোজনযোগ্য হইবে না, যদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দাতার-

(ক) বয়স, মৃত ব্যক্তির ক্ষেত্রে, দুই বৎসরের কম অথবা পয়ষট্টি বৎসরের উর্দ্ধে হয় এবং, জীবিত ব্যক্তির ক্ষেত্রে, আঠারো বৎসরের কম অথবা পয়ষট্টি বৎসরের উর্দ্ধে হয়;

(খ) যদি সংশ্লিষ্ট অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কার্যকারিতা কোন কারণে নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে;

(গ) দেহ নিম্নবর্ণিত যে কোন রোগে আক্রান্ত হয়, যথাঃ

(অ) চর্ম অথবা মস্তিষ্কেও প্রাইমারী ক্যান্সার ব্যতীত অন্য যে কোন ধরণের ক্যান্সার;

(আ) কিডনি সংক্রান্ত কোন রোগ;

(ই) এইচ, আই, ভি এবং হেপাটাইটিজ ভাইরাস জনিত কোন রোগ;

(ঈ) মেলিগন্যান্ট হাইপারটেনশন;

(উ) ইনস্যুলিন নির্ভরশীল ডায়াবেটিস ম্যালাইটাস;

(ঊ) জীবাণু সংক্রমণজনিত কোন রোগ (আনট্রিটেড বা ইনএডিকুয়েটলি ট্রিটেড সিস্টেমিক ইনফেকশন);

(ঋ) যদি মৃত ব্যক্তি মৃত্যুর পূর্বে অঙ্গ দানে আপত্তি জানিয়ে লিখিত রেখে যান।

(২) যে ব্যক্তির দেহে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সংযোজন করা হইবে তাহাকে-

(ক) দুই বৎসর হইতে সত্তর বৎসর বয়ঃসীমার মধ্যে হইতে হইবে, তবে পনের বৎসর হইতে পঞ্চাশ বৎসর পর্যন্ত বয়ঃসীমার ব্যক্তিগণ অগ্রাধিকার লাভ করিবেন;

(খ) যে সকল রোগের কারণে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সংযোজনের সাফল্য বিঘ্নিত হইতে পারে সেই সকল রোগ হইতে মুক্ত হইতে হইবে; এবং

(গ) মেডিকেল বোর্ড কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে যোগ্য বলিয়া ঘোষিত হইতে হইবে।

১১। **Cadavaric অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সংযোজনের পদ্ধতিঃ**

(১) স্বাস্থ্য অধিদপ্তর বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন প্রতিষ্ঠান সমন্বয়কারীর মাধ্যমে আইসিইউ সম্বলিত বিভিন্ন হাসপাতাল/ইনস্টিটিউট/ক্লিনিকের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করিবে এবং সম্ভাব্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সংগ্রহের বিষয়ে সম্যক ধারণা প্রদানসহ রোগীর আত্মীয়-স্বজনকে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দানে উদ্বুদ্ধ করিবে।

(২) যে সকল আইসিইউতে কোন রোগীর ব্রেইন ডেথ হইয়াছে বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে সেই সকল হাসপাতাল/ইনস্টিটিউট/ক্লিনিকে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সংগ্রহকারী ও সংশ্লিষ্ট সমন্বয়কারীর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করিবেন।

(৩) বিযুক্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহকে সচল রাখিবার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণসহ সকল পরীক্ষা-নিরীক্ষা সম্পূর্ণ করিবার ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(৪) (ক) সংগ্রহকৃত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মৃত ব্যক্তি মৃত্যুর পূর্বে যদি তাহার কোন নিকট আত্মীয়কে বা অন্যকোন ব্যক্তিকে লিখিতভাবে দান করে যেয়ে থাকেন তবে তাকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে দেয়া হবে;

(খ) নিবন্ধন তালিকার ক্রমানুসারে (টিস্যু ম্যাচিং সাপেক্ষে);

(গ) তুলনামুলক কমবয়সী গ্রহীতাকে অগ্রাধিকার দিতে হইবে;

(ঘ) রোগের অসুস্থতার তীব্রতা বিবেচনায় জীবন রক্ষায় যার অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পাওয়া উচিত তাকে গুরুত্ব দিতে হইবে;

(ঙ) যদি মৃতের কোন নিকট আত্মীয়ের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রয়োজন থাকে তবে আত্মীয়তা নির্ধারণ পূর্বক অগ্রাধিকার দেয়া হইবে;

(চ) তুলনামূলক নিকটবর্তী (অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সংগ্রহ ও সংযোজনে ভৌগলিক দূরত্ব) অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ গ্রহীতার কথা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিবেচনা করিতে হইবে;

(ছ) অন্য যে কোন অগ্রাধিকার বিবেচনার পূর্বে, উপরে উল্লিখিত বিষয়সমূহ বিবেচনায় নিতে হইবে।

(৫) অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিমুক্তকরণের তথ্য ফরম-৫ অনুযায়ী সংরক্ষণ করিতে হইবে।

১২। মেডিকেল বোর্ড গঠনঃ

এই আইনের অধীন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সংগ্রহ ও সংযোজনের উদ্দেশ্যে সরকার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সংযোজনকারী প্রত্যেক চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নিম্নবর্ণিত চিকিৎসকগণের সমন্বয়ে একটি মেডিকেল বোর্ড গঠন করিবে, যথাঃ

(ক) একজন অধ্যাপক/সহযোগী অধ্যাপক অথবা সমপদমর্যাদা সম্পন্ন কোন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক;

(খ) একজন সহকারী অধ্যাপক অথবা সমপদমর্যাদা সম্পন্ন কোন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক;

(গ) একজন কনসালটেন্ট অথবা সমপদমর্যাদা সম্পন্ন কোন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক।

(২) **অথেনটিফিকেশন বোর্ডঃ**

১৪। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সংযোজন সম্পর্কিত তথ্য সম্বলিত ডাটাবেস সৃজন ও সংরক্ষণঃ

(১) অনুমতিপ্রাপ্ত প্রতিটি প্রতিষ্ঠান অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রত্যঙ্গের সংযোজনের জন্য আগ্রহী সকল রোগীর তথ্য ইলেকট্রনিক উপায়ে সংরক্ষণ করিবে।

(২) প্রাপ্ত তথ্যের মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তির চিকিৎসা সংক্রান্ত তথ্যাদির পাশাপাশি পরিচয় মূলক তথ্যাদিও থাকিবে।

(৩) উক্ত তথ্যের ভিত্তিতে নিয়মিত স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের চাহিদা মোতাবেক বিবরণী প্রণয়ন ও সরবরাহ করিতে হইবে।

(৪) এ সংক্রান্ত সকল তথ্য ব্যক্তিগত গোপনীয় তথ্য হিসেবে বিবেচিত হইবে এবং নির্ধারিত ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কাহারও নিকট তা ইলেকট্রনিক, মুদ্রিত বা অন্য কোন প্রকাশযোগ উপায়ে বিতরণ করা যাইবে না।

১৫। রেজিষ্ট্রারঃ

প্রত্যেক মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতাল, মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, পোষ্ট গ্রাজুয়েট চিকিৎসক ও গবেষণা ইনস্টিটিউট হাসপাতাল এবং গুরুতর আঘাতপ্রাপ্ত বা মরণাপন্ন রোগীদের চিকিৎসা করা হয় এইরূপ অন্যান্য চিকিৎসালয়ে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী সম্বলিত একটি রেজিষ্ট্রার সংরক্ষণ করিতে হইবে, যথাঃ

(ক) অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সংযোজন গ্রহীতার রক্তের গ্রুপ ও টিস্যুটাইপসহ সকল প্রয়োজনীয় তথ্য;
(খ) অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দাতার রক্তের গ্রুপসহ তাহার নিজের ও আইনানুগ উত্তরাধিকারীর সকল প্রয়োজনীয় তথ্য।

১৬। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ক্রয়-বিক্রয় ইত্যাদি নিষিদ্ধঃ

মানবদেহের যে কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ক্রয়-বিক্রয় বা উহার বিনিময়ে কোন প্রকার সুবিধা লাভ এবং সেই উদ্দেশ্যে কোন প্রকার বিজ্ঞাপন প্রদান বা অন্য কোনরূপ প্রচারণা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হইবে।

১৭। মিথ্যা তথ্য প্রদানকারীর শাস্তিঃ

কোন ব্যক্তি নিকট আত্মীয়তা সম্পর্কিত মিথ্যা তথ্য প্রদান, তথ্য প্রদানে উৎসাহিত ও প্রত্যয়ন করিলে উহা এই আইনের অধীনে একটি অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে এবং উক্ত অপরাধের জন্য অন্যূন ২ (দুই) বৎসরের সশ্রম কারাদন্ড বা ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা জারিমানা বা উভয় প্রকার দন্ডে দন্ডনীয় হইবে।

১৮। দন্ডঃ

(১) কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান এই আইনের কোন বিধান লঙ্ঘন করিলে অথবা লঙ্ঘনে সহায়তা করিলে তিনি অনুর্দ্ধ সাত বৎসর এবং অন্যূন তিন বৎসর মেয়াদী সশ্রম কারাদন্ডে অথবা অন্যূন পাঁচ লক্ষ টাকা অর্থদন্ডে অনাদায়ে ছয় মাস কারাদন্ড অথবা উভয় প্রকার দন্ডে দন্ডিত হইবেন।

(২) দন্ডিত ব্যক্তি চিকিৎসক হইলে তাহার রেজিষ্ট্রেশন/ লাইসেন্স বাতিল করা হইবে।

(৩) অপরাধের সহিত জড়িত প্রতিষ্ঠানটির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সংযোজনের অনুমতি প্রত্যাহার করা হইবে।

(৪) এই আইনের অধীনে কোন অপরাধের বিচারের ক্ষেত্রে Criminal Procedure Code, 1898 (V of 1898).প্রযোজ্য হইবে।

১৯। বিধি প্রণয়ণের ক্ষমতাঃ

এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারী গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রবিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

==o==

এই আইনের অধীন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সংগ্রহ ও সংযোজনের উদ্দেশ্যে সরকার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সংযোজনে সহায়তার নিমিত্তে নিম্নে উল্লেখিত সদস্যবৃন্দের সমন্বয়ে একটি অথেন্টিফিকেশন বোর্ড গঠন করিবে। এই কমিটির সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইবে

(ক) স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের একজন পরিচালক পদমর্যাদার কর্মকর্তা

(খ) দুই জন উপ-পরিচালক পদমর্যাদার কর্মকর্তা

(৩) প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সংযোজনকারী চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত সংশ্লিষ্ট বিষয়ের কোন অধ্যাপক বা সহযোগী অধ্যাপক বা সমপদমর্যাদা সম্পন্ন কোন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসককে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সংযোজন **সমন্বয়কারী নিয়োগ করিবে।**

(৪) কোন ব্যক্তির ব্রেইন ডেথ ঘোষণা করা হইলে তৎসম্পর্কে উক্তরূপ ঘোষণাকারীগণ অবিলম্বে সংশ্লিষ্ট অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সংযোজন সমন্বয়কারীকে অবহিত করিবেন এবং উক্ত সমন্বয়কারী মেডিকেল বোর্ডের মাধ্যমে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সংগ্রহ ও সংযোজনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

(৫) Cadavaric অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সংযোজন জাতীয় কমিটি ও তার কার্যক্রমঃ

এই আইনের অধীন নিম্নলিখিত সদস্যবৃন্দের সমন্বয়ে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় Cadavaric অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সংযোজন জাতীয় কমিটি গঠন করিবেন। কমিটির সদস্য সংখ্যা হইবে ১৯ (উনিশ) জন। কমিটির প্রধান হইবেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য। সদস্যবৃন্দ হইবেন-

(ক) চেয়ারম্যান/অধ্যাপক ইউরোলজি/ট্রান্সপ্লান্ট ইউরোলজি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়;

(খ) চেয়ারম্যান/অধ্যাপক নেফ্রোলজি বিভাগ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়;

(গ) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার একজন প্রতিনিধি;

(ঘ) পরিচালক বা তাহার মনোনীত ট্রান্সপ্লান্ট ইউনিটে কর্মরত চিকিৎসক (সহযোগী অধ্যাপক পদের নীচে নহে) ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব কিডনী ডিজিজেস এন্ড ইউরোলজি;

(ঙ) স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের একজন প্রতিনিধি, পরিচালক পদমর্যাদার;

(চ) দেশে প্রতিষ্ঠিত বেসরকারী পর্যায়ে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সংযোজনের অনুমতিপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের দুইজন প্রতিনিধি;

(ছ) বাংলাদেশের প্রথিত যশা দুই জন চিকিৎসক;

(জ) সভাপতি- জাতীয় প্রেস ক্লাব বা তাহার প্রতিনিধি;

(ঝ) বিএমডিসি- সভাপতি বা তাহার প্রতিনিধি;

(ঞ) বিসিপিএস- সভাপতি বা তাহার প্রতিনিধি;

(ট) বিএমএ- সভাপতি/মহাসচিব বা তাহার প্রতিনিধি;

(ঠ) সুপ্রিমকোর্ট বার কাউন্সিলের একজন প্রতিনিধি;

(ড) সভাপতি/মহাসচিব বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব ট্রান্সপ্লান্টেশন সার্জারী;

(ঢ) সভাপতি/মহাসচিব বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব ইউরোলজিক্যাল সার্জনস;

(ন) সভাপতি/মহাসচিব বাংলাদেশ রেনাল এসোসিয়েশন;

(ত) প্রথিত যশা একজন কার্ডিওলজিষ্ট/এ্যানেসথেসিওলজিস্ট/নিউরোলজিস্ট।

এই কমিটির সদস্য সচিবের দায়িত্ব পালন করিবেন ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব কিডনী ডিজিজেস এন্ড ইউরোলজি হাসপাতালের পরিচালক বা তাহার প্রতিনিধি। যিনি এই কমিটির সদস্য হিসেবে কর্মরত থাকিবেন।

এই কমিটির দায়িত্ব হইবে নিম্নরূপঃ

(১) স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক নিয়োগকৃত জাতীয় সমন্বয়কারীকে কার্যক্রম পরিচালনায় দিক নির্দেশনা দেয়া ও কার্যক্রম তদারকি করা;

(২) দেশে ক্যাডাভেরিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সংযোজন সহজ সুষ্ঠু ও প্রসারিত করার লক্ষ্যে এই কমিটি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন;

(৩) এই কমিটি মেডিকেল বোর্ডের সঙ্গে আলোচনা সাপেক্ষে মৃতব্যক্তির থেকে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সংগ্রহ ও সংযোজনে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন;

(৪) এই কমিটি বিভিন্ন হাসপাতালে রক্ষিত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ গ্রহীতার তালিকা বিবেচনা করে মেডিকেল বোর্ডের সহিত আলোচনা সাপেক্ষে এই আইনের ১১(৪) উপ ধারা অনুযায়ী অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ গ্রহীতা নির্ধারণ করিবেন;

(৫) এই কমিটি তাহাদের প্রথম সভায় প্রয়োজনী সংখ্যক উপ-কমিটি গঠন করিবেন। প্রতিটি উপ-কমিটির দায়িত্ব ও কর্মপরিরিধ নির্দিষ্ট করিয়া দিবেন।

১৩। <u>Transplant Committee:</u>

(ক) অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সংযোজনের জন্য একটি Transplant Committee থাকিবে। অধ্যাপক বা পরিচালকের নীচে কাউকে Transplant Committee এর সদস্য করা যাবে না;

(খ)Transplant প্রক্রিয়ায় জড়িত কোন প্রতিনিধি এ কমিটিতে থাকতে পারবে না।